

# "তিন কন্যা মণিহার"

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

ইন্টারনেটে এসে বাংলার তিন মহীয়সী মহিলার সাথে প্রথম সাক্ষাত। মাদ্রাসার জীবনে, আলেম, উলামা, মোলানা, মুফতি, হাফিজ, ক্বারী মুহাদ্দিস এই সকল শব্দসমূহের সাথে মুটামুটি পরিচিত হই। আমাদের সময়ে আরবী উর্দুর চেয়ে ফারসীতে ই বেশির ভাগ ফিকাহ্ (মাছআলা/ মাছায়েল) ও মন্তিক ( যুক্তি-বিদ্যা) পড়ানো হতো। ৩৫ বৎসর আগে আমার দেহ নামক Computer এর Hard Drive এ Save করা File গুলো খোলে তন্ন-তন্ন করে ও ঐ শব্দ গুলোর স্ত্রী-বাচক শব্দের সন্ধান পেলাম না। কলেজ, ইউনিভার্সিটি জীবনে কোনদিন কোন মহিলা মুফতি আলেমের লেখা কেতাব পড়েছি বলে ও মনে পড়েনা। পুরনো Memory কিংবা Not enough memory তাই হয়তো হবে। বলি নজরুল তুমি ফিরে এসো, দেখে যাও- মানুষ যাচ্ছে মঙ্গল গ্রহে, আমরা নেইকো বসে/ বিবি তালকের ফতোয়া খোঁজছি অন্তর্জাল চষে। নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরী করে রিতিমত মাদ্রাসা খোলে দেয়া হয়েছে। সারা পৃথিবীর মানুষ যখন নারী অধিকার/ নারী স্বাধীনতা, নারী মুক্তির দাবীতে সোচ্চার, তখন অবরোধবাসিনী, পায়ে মল পরা বেগম রোকেয়ার দুই বঙ্গ-নারী রোকেয়ার মৃত্যুর এত কাল পরে ইন্টারনেট যুগে এসে লিখছেন বহু বিবাহ প্রথা আর তালকের ফতোয়া। নারী হয়ে নারীর এমন সর্বনাশা, কুলনাশা কাজ কেউ করতে পারে ভাবতে ও কষ্ট হয়। যে চাষা-ভূষার সাধা-সিধা প্রশ্নের উত্তর দিতে 'কত বড় বড় হাতি ঘোড়া হলো তল,' আর আমার দুই বঙ্গ-দিদি কিনা বলেন 'এখানে কত জল।' কেমন জ্ঞানের বাহার। ডঃ হুমায়ূন আজাদ, ডঃ আহমেদ শরীফ এর বিদ্যা-বুদ্ধি তাদের কাছে Failed সব কিছু রসাতল। যে মওদুদিকে হোসেন আহমেদ মদনী (রঃ) তাঁর অফিস থেকে কিক-আউট করে দিলেন, সেই মওদুদিবাদের প্রচারণার নেক দায়িত্ব নিলেন একজন মহিলা। যে নারীকে তালুক কিংবা স্ত্রীত্বের বিষধর সর্পে দংশন করেনি সে বুঝবে কিসে, সে বিষের কত যাতনা? মুক্তমনা-ভিন্নমত তাদের লেখা ছাপায়না, ছাপালে ও বেশীদিন রাখেনা, রাখলে ও কিছু রাখে কিছু না। কত অভিযোগ, অনুযোগ কত গাল ফোলাফুলি। কবি গুরুর সুরে আমি বলি, 'ওলো সই-তোদের এত কিসে আছে বলার ভেবে অবাক হই। একটা ওয়েব সাইট প্রকাশ করেনা আরো কতটা আছে। মানব কল্যাণ মূলক, শিক্ষণীয় লেখা যদি হয়, কেউনা কেউ গ্রহণ করবে। লেখক/লেখিকা, আস্তিক/নাস্তিক, বিশ্বাসী/অবিশ্বাসী, হিন্দু/মুসলিম যে কোন ধর্মের, মতের, নীতির, আদর্শের হোন না কেন, আর তাঁর বা তাঁদের লেখা সুন্দর-অসুন্দর, সৎ-অসৎ, শালীন-অশালীন যে কোন ধরনের ই হোক না কেন জগতের কোন না কোন যায়গায়, কোন না কোন ভাবে, কেউ না কেউ উপকৃত হবে ই। কথাটা আমার নয় শেখ সা-দীর।

সাবাশ নন্দিনী, যিনি বলেছেন, 'জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্মকে সমাজ থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করতে হবে, নাহলে মানব সভ্যতার মুক্তি নেই।' আপনার সৎ সাহসের প্রশংসা করতে হয়। সদেরা সৃজনের প্রতিটি অক্ষরের মাঝে শোনতে পাই অগ্নী বীণার সুর। সেই সুরটিই ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সারা বিশ্বজুড়ে ভিন্ন-মত আর মুক্ত-মনার মাধ্যমে।

এবার আসি সেই ব্যক্তিত্ব নিয়ে যার উদ্দেশ্যে আজকের এই লেখা। কেন জানি বারবার মনে হয়, ভদ্রমহিলা অতি আপনজন। রক্তের সম্পর্কে নয়, রাজনৈতিক মতাদর্শের সম্পর্কে। আপনার প্রত্যেকটা লেখা যেভাবে পাঠকদের কাছে সমাদৃত ঠিক সেইভাবে সমালোচিত ও বটে। আপনার সবগুলো লেখাই প্রচুর তথ্য ও তত্ত্ব বহুল। ইউনিভার্সিটিতে সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্ররা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করার যোগ্যতা রাখে, কিন্তু আশ্চর্য সব গুলো লেখা কোন না কোন ব্যক্তিকে ঘিরে অথবা উদ্দেশ্য করে। হুট করে বলে দিলেন বুশ সরকার আবার ক্ষমতায় আসলে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ অবশ্যাম্ভাবী। এমন সুনিশ্চিত পূর্ভাবাস আবহাওয়া দফতর ও দেয়না, 'হয়তো' শব্দটা ব্যবহার করে। আমি আন্তিক ও নই/ নাস্তিক ও নই, দান্দিক বস্তুবাদের কষ্টি পাথরে ঘষে মেঝে দেখুন তো এর অর্থটা কি দাঁড়ায়। হতবাক হয়ে গেছে আপনার অনুরাগী পাঠককুল, যখন আপনি গাইলেন দান্দিক বস্তুবাদের সুরে ইসলামী গজল। ধন্যবাদের মালা পরানো হলো আপনার গলে। আমি বলি এ মণিহার আপনার সাজেনা লেখিকা। আপনি বলেছেন মানুষ তার বিবেকের দ্বারা ধর্ম গ্রহণ করে আবার বিবেকের দ্বারা ধর্ম ত্যাগ করবে। আপনার দান্দিক বস্তুবাদের বাতাস উইনিভার্সিটির দেয়াল পেরিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছবেনা ততক্ষণে বাংলার আরো কতক শত নিরপরাধ নারী কিশোরী এ সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে গলায় কলসি বেঁধে, এসিড দ্রব হয়ে, কিংবা প্রস্তরাঘাতে। ধর্মের বিষাক্ত ছোবল থেকে বাংলার অশিক্ষিত, নিরীহ গরীব সহজ সরল মানুষকে বাঁচাতে হলে ধর্মের বিরুদ্ধে, স্ন-নামে, ছদ্ম নামে লিখতেই হবে, যেমনটি করেছেন আবুল হাসানাত, আবুল ফজল, আরজ আলী মাতব্বর প্রমুখ।

শ্রদ্ধেয়া লেখিকা, মানুষের মন নিয়ে, জীবন নিয়ে আপনার সাধনা, অধ্যাবসায়, আর অভিজিত রায় মানুষটাকে আপনি চিনলেন না। কি শ্রদ্ধাভরে মানুষটা অচল মার্কসবাদ বনাম বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নামে তাঁর লেখায় আপনাকে শিক্ষয়িত্রির আসনে বসিয়ে নিজে হয়ে গেলেন শিক্ষার্থী। হৃদয়বান লোকের ভাষা ই এরকম- 'আমি তোমার যাত্রী-দলের র-ইবো পিছে/ স্থান দিয়ো হে আমায় তুমি স-বার নীচে'।

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

ইংল্যান্ড ২/১১/০৩